ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়

১৪৬/১ জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন:০২-৯১৩১৫৮০, ফ্যাক্স:০২-৯১১৬৩৩২, ই-মেইলঃ dkibbd@gmail.com, ওয়েব-www.dkib.org

১১/১১/২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

অদ্য ১১/১১/১৭ইং শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর জাতীয় কমিটির সভা ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, ঢাকায় ডিকেআইবির নতুন ভবনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব এ.টি.এম আবুল কাশেম, সভা পরিচালনা করেন মহাসচিব আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাশেদ খান।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম, গবেষণা, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, ত্রিপিঠক পাঠ করেন বাবু দ্বিপায়ন বড়ুয়া, সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

গত সভার পর হতে জনাব মোখলেছুর রহমান, সাবেক সভাপতি,ডিকেআইবি, কুমিল্লা জেলা শাখা, ফেরদাউস বেগম, এসএএও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, মোঃ শাহ আলম, এসএএও, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাও, শ্রী রমেশ চন্দ্র রায়, এসএএও, সদর, ঠাকুরগাঁও, কামরুল হাসান ,এসএপিপিও, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর, দীলিপ কুমার ঘোষ, এসএএও, সদর, ফরিদপুরসহ যে সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং জনাব সিরাজুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, কেনিক এর ওপেন হার্ট সার্জারী অপারেশন, জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন বিশ্বাস (মুকুল), সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, কেনিক, জনাব আব্দুল বারি, এএইও, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ, মোঃ রেজওয়ান হক, এসএএও, বোদা, পঞ্চগড়, বাবু প্রজেশ চন্দ্র দেব, এএইও (অবঃ), হবিগঞ্জ, খলিলুর রহমান চাষী, এসএএও (অবঃ), সিলেটসহ যে সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদ অসুস্থ আছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এবং জেল হত্যা দিবসের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম, গবেষণা, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

সভাপতি সাহেব তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান । অতঃপর তিনি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ৭মার্চ এর ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করেন জাতীয় চার নেতাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট খুনি চক্রের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদেরকে।

তিনি ডিকেআইবির প্রধান কার্যালয় কৃষি ল্যাবরেটরী বিল্ডিং ভাঙ্গার কার্যক্রম এবং ডিকেআইবির কার্যালয় অন্যত্র সরানোর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, কৃষি ল্যাবরেটরী বিল্ডিং, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকাস্থ ভবনটিতে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ল্যাবরেটরী বিল্ডিংটি অপসারণ/ভেঙ্গে ফেলে উক্ত স্থানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বহুতল বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মান করার লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ এর স্বারক নং ০১-৮৩/১৭৫৫/১(৩) তারিখঃ ০৫/১০/১৭ইং মূলে ১৫/১০/১৭ইং তারিখের মধ্যে ডিকেআইবি অফিস স্থানান্তরের নির্দেশনা পত্র প্রদান করেন।

তার প্রেক্ষিতে তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা এর স্মারক নং ২৪৫২ তারিখঃ ০৮/১০/১৭ইং মাধ্যমে ১৭/১০/১৭ইং তারিখ হইতে বিদ্যমান ভবনটি (ল্যাবরেটরী বিল্ডিং) গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে অপসারনের কার্যক্রম শুরু হবে বিধায় ১৫/১০/১৭ইং তারিখের মধ্যে ডিকেআইবি অফিস অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেছেন।

তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ১০/১০/১৭ইং তারিখে ডিকেআইবির স্মারক নং ৩০৯ মূলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয় বরাবরে কৃষি ল্যাবরেটরী বিল্ডিং, ফার্মগেট, ঢাকায় অবস্থিত ভবনটিতে বিদ্যমান ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর অফিস অন্যত্র সরানোর জন্য এক খন্ড জমি/একটি ভবন বরাদ্দের আবেদন করেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, মাননীয় মহাপরিচালক জনাব গোলাম মারুফ (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ বিদ্বেষী) ডিকেআইবির অফিস স্থানান্তরের ব্যাপারে কোন রূপ সহযোগিতা না করে তার অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং এ জাতীয় স্বার্থন্বেষী কৃষিবিদদের বিষয়ে সজাগ থাকার জন্য সকল পর্যায়ের ডিপ্লোমা কৃষিবিদদেরকে আহবান জানানো হয়।

তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, ১০/১০/১৭ইং তারিখে ডিকেআইবির স্মারক নং ৩১০ মূলে নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা বরাবরে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ অফিস ঘরের বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ভবনটি না ভাঙ্গার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।

তিনি আরও অবহিত করেন যে, ১০/১০/১৭ইং তারিখে ডিকেআইবির স্মারক নং ৩১১ মূলে মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে এবং একই তারিখে স্মারক নং ৩১২ মূলে মাননীয় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কার্যালয় অন্যত্র সরানোর লক্ষ্যে কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকায় এক খন্ড জমি/একটি ভবন বরাদ্দের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

অতঃপর ১১/১০/১৭ইং এবং ১২/১০/১৭ইং তারিখ পর পর দুইদিন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সাথে ডিকেআইবির সভাপতি ও মহাসচিব বৈঠক করেন। বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশকে মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসারের কার্যালয় ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর অফিসটিকে সময়মত অন্যত্র স্থানান্তর করে উক্ত স্থানের জমি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় স্থাপনের জন্য বরাদ্দ প্রদানের মৌখিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় বলে সকলকে অবহিত করেন।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের স্বহৃদয় হস্তক্ষেপ এর কারণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব গোলাম মারুফ তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্মারক নং ১১৩৬৫ তারিখঃ ১৫/১০/১৭ইং মাধ্যমে মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর প্রয়োজনীয় কক্ষ ডিকেআইবিকে সাময়িকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর নির্দেশে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম এবং মাননীয় অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন মহোদয়গণ ১৫/১০/১৭ইং তারিখে আওয়ামী লীগ এর ধানমন্ডিস্থ পার্টি অফিসে উপস্থিত হয়ে ডিকেআইবির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক মহোদয়ের সাথে বৈঠক করেন এবং মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর চত্বরে সাময়িক ভাবে ডিকেআইবির অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টিনসেড নির্মানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

তিনি আরও অবহিত করেন যে, গত ১৬/১০/১৭ইং তারিখে ডিকেআইবির স্মারক নং ৩১৫ মূলে মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসারের কার্যালয় ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর ডিকেআইবির জন্য বরাদ্দকৃত অস্থায়ী চত্বরে সাময়িক ভাবে অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টিনসেড নির্মানের অনুমতি চেয়ে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়কে পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ১৬/১০/১৭ইং থেকে ২০/১০/১৭ইং তারিখ পর্যন্ত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর অফিসঘরের মালামাল স্থানান্তরের কার্যক্রম মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস সংলগ্ন চত্বর, আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম চত্তর এবং কনফারেন্স রুমে ডিকেআইবির আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রদি স্থানান্তর করা হয়।

সাবেক মহাপরিচালক জনাব গোলাম মারুফ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে সাময়িক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ বরাদ্দ করলেও সেখানে ডিকেআইবি এর জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছিল না। যে কারনে গত ১৬/১০/১৭ইং তারিখে ৩১৫ নং স্মারকের মাধ্যমে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট টিনসেড নির্মানের জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন রুপ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল সদস্যদেরকে বিপদে ফেলে রেখে কাপুরুষের মত চাকুরি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

তিনি মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, মোহাম্মদপুর, ঢাকা চত্বরে ডিকেআইবি অফিসঘর হিসাবে ব্যবহারের জন্য টিনসেড নির্মানের অনুমতি পত্র প্রদান না করায় মহাপরিচালক গোলাম মারুফ (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ বিদ্বেষী) এর প্রতি তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে এবং বিগত ২০/১০/১৭ইং তারিখের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ২৯/১০/১৭ইং তারিখে ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর নতুন কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

অতঃপর ০১/১১/১৭ইং তারিখে মাননীয় মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্মারক নং ১২১৬৫ মূলে মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস মোহাম্মদপুর চত্বরে ডিকেআইবি অফিসঘর হিসাবে ব্যবহারের জন্য টিনসেড নির্মানের অনুমতি প্রদান করায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ব কালের শ্রেষ্ঠ ও সাহসী মহাপরিচালক জনাব মোঃ মোবারক আলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তিনি ০৬ এপ্রিল ২০১৭ইং তারিখে ডিকেআইবি মহাসম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের আংশিক প্রতিফলন হিসাবে ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর জমি প্রদানে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, কৃষি মন্ত্রণালয়, মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট জাডাঙ্গীর কবির নানক, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপিসহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি মহাসচিব সাহেবকে আজকের সভার আলোচ্যসূচির উপর আলোচনা করার আহবান জানান।

মহাসচিব সাহেব গত ১৬/০৯/১৭ইং তারিখ থেকে অদ্যাবদি ডিকেআইবির কার্যালয় স্থানান্তরসহ যাবতীয় কাজের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

অতঃপর ১৬/০৯/২০১৭ইং তারিখের জাতীয় কমিটির সভার রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

<u>সিদ্ধান্ত-০১ঃ</u> ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদের ১০ম গ্রেড বেতনস্কেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভাটি পুনরায় আহবান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত-০২ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য ১৪৬/১, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর চত্বরে টিনসেড নির্মানের যাবতীয় ব্যয়ভার মেটানোর জন্য ডিকেআইবির সদস্যদের জন প্রতি ২০০/-টাকা হারে বিশেষ চাঁদা নির্ধারণ করা হলো এবং আগামী ০৫ডিসেম্বর/১৭ এর মধ্যে কেন্দ্রে পরিশোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত-০৩ঃ দিনাজপুর জেলা শাখার নির্বাহী কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে আহবায়ক কমিটি গঠন করা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রস্তাবনাকে অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত-০৪ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ- কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও সংশোধিত গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় কমিটিতে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সংশোধিত গঠনতন্ত্রটিকে রিভিউ করার জন্য সুপারিশ করা হলে নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে রিভিউ কমিটি গঠন করা হলো- উক্ত কমিটিকে আগামী ১০/১২/১৭ইং তারিখের মধ্যে সংশোধিত গঠনতন্ত্র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০১। জনাব আলাউদ্দিন আহমদ	সহ-সভাপতি, কেনিক	আহবায়ক
০২। জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন	সহ-সভাপতি, কেনিক	সদস্য
০৩। জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দিন	যুগ্ম-মহাসচিব, কেনিক	সদস্য
০৪। জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	সভাপতি, বরিশাল অঞ্চল	সদস্য
০৫। জনাব মোঃ আব্দুল বাছেত	সভাপতি, কুমিল্লা অঞ্চল	সদস্য
০৬। জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, বিজেআরআই, ঢাকা	সদস্য
০৭। জনাব শেখ শহীদ মোঃ আব্বাছ	সাংগঠনিক সম্পাদক, কেনিক	সদস্য সচিব

উল্লেখ থাকে যে, গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়টি পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত করনের জন্য মূলতবী রাখা হলো।

সিদ্ধান্ত-০৫ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ, ফরিদপুর অঞ্চল কমিটির সভায় উপস্থাপিত এবং রাজবাড়ী জেলা শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জনাব ফারুক হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, পিতা-মোঃ আব্দুল আজিজ মন্ডল, উপজেলা কৃষি অফিস, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী, ডিকেআইবি সদস্য নং-১৭৫৪০ এর ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করায় তার বহিস্কার আদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত-০৬ঃ আগামী ১৫ ডিসেম্বর/১৭ এর মধ্যে প্রতিটি অঞ্চলে আঞ্চলিক সভা সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

সিদ্ধান্ত-০৭ঃ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য গ্রেডেশন নং ৬০২১ থেকে ৬৬০৭ পর্যন্ত মোট ৫৮৭ জন (চাকুরিতে যোগদান ১৩/০২/৮২খ্রিঃ থেকে ১৯/১২/৮২খ্রিঃ পর্যন্ত) উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ সমমানদের চাকুরিবহি, এসিআর, কৃষি ডিপ্লোমা সনদপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত-০৮ঃ বেতনস্কেল/২০১৫ অনুযায়ী সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সিলেকশন গ্রেড প্রথা ১৪/১২/১৫ইং তারিখ পর্যন্ত বহাল রাখা হয়েছে। সে মোতাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানগণ ১৪/১২/১৫ইং তারিখ পর্যন্ত সিলেকশনগ্রেড পাপ্য হবেন। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয় কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুসারে এতদ্বসংক্রান্ত শুন্য পদের সংখ্যা ৬১৮জন। তন্মধ্যে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের ০২/১০/১৬ইং তারিখে ৯১৮৩ স্মারক নং আদেশে ২১/০৯/১৫ইং তারিখ পর্যন্ত শুন্যতার ভিত্তিতে ৪৪৪জনকে সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে ১৪/১২/১৫ইং পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড পেতে পারেন এমন শুন্য পদ সংখ্যা (৬১৮-৪৪৪)=১৮৪ জন। বিদ্যমান গ্রেডেশন তালিকার ৭৭০৬ হতে ৭৮৮৯ পর্যন্ত মোট ১৮৪ জনের সিলেকশন গ্রেড প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

সিদ্ধান্ত-০৯ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে দুর্নীতি মুক্ত করা প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত রাখার আহবান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কার্যকর হচ্ছে না। এখন বাংলাদেশে দুর্নীতির মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অনেকাংশে এগিয়ে আছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১০ঃ (ক) বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনীর উপকরণ ও অর্থ আত্মসাত বন্ধ করা এবং বরাদ্দপত্র প্রদান করা প্রসঙ্গে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে সে সম্পর্কে কৃষকগণ এবং বাস্তবায়নে সহযোগী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে অবগত করানো হয় না। কতিপয় কর্মকর্তা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ, উপকরণাদির পরিচ্ছন্নপত্র এবং বরাদ্দপত্র/ভাংতি বিবরণী প্রকাশ না করে গোপন রাখেন। এহেন অসৎ কর্মকান্ড করে যে সকল কর্মকর্তা কৃষকদেরকে বঞ্চিত করে দুর্নীতির সাথে জড়িত রয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসেবে যারাই জড়িত থাকেন না কেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো। এ মহৎ কাজে সহযোগীতা করে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ডিপ্লোমা কৃষিবিদ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সহযোগীতা কামনা করা হলো। সাথে

সাথে কৃষকগণ যাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ও উপকরণাদি নিদিষ্ট সময়ে পেতে পারে সে জন্যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দের অনুলিপি/ভাংতি বিবরণী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কৃষককে সরবরাহ করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষসহ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হলো।

(খ) কৃষক প্রশিক্ষণে ডি. কৃষিবিদ এএইও/সমমানদের প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া।

কৃষক প্রশিক্ষনে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমানদের অংশ গ্রহণ তথা প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। অথচ একজন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা একই দিনে চাষী প্রশিক্ষনে ৪/৫ স্থানে অংশ গ্রহণ করে ভাতা গ্রহণ করে থাকেন। যাহা বৈষম্যমূলক আচরণ ও অর্থ আত্মসাতের সামিল বলে আমরা মনে করি- বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন প্রকল্পে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য বিদেশ প্রশিক্ষনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকল্প থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান এবং সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমানদের বিদেশ প্রশিক্ষনে পাঠানো হয় না। প্রকল্পের পিপিতে ধরা নেই এ অজুহাত দেখানো হয়। প্রকল্পের পিপি তৈরী করার সময় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসন না থাকার কারণেই ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ বার বার বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অত্র সভা মনে করেন। যা নিরসন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এবং কৃষি সচিব মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১১ঃ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান পদে কর্মরতদের প্রেষণ/মৌখিক আদেশ বাতিল প্রসঙ্গে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের **Revisit** এ ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য প্রতি জেলার এল.আর পদগুলি (৫৩৪টি পদ) অযৌক্তিকভাবে বিলুপ্ত করে দীর্ঘ দিন যাবৎ মাঠ পর্যায়ে সারাদেশে ব্লক খালি রেখে উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিস, জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয় এবং অঞ্চলে অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের উন্নয়ন শাখায় প্রায় ৮০৯ জন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদেরকে প্রেষণ আদেশ বা মৌখিক আদেশের মাধ্যমে অফিস সহকারীর কাজ করানো হচ্ছে। যাহা বিধি বহির্ভূত। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে উক্ত আদেশ বাতিল করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়কে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি প্রেষণ আদেশ বাতিল করেন নাই। ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষকগণ কৃষি প্রযুক্তির সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় উপজেলা এবং জেলায় কৃষি অফিসার ও উপপরিচালকগণ কৃষকের জন্য বরাদ্দকৃত সকল খাতের অর্থ লুটপাট করে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছেন যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাননীয় কৃষি সচিব ও কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১২ঃ **Revisit** পরিমার্জন/সংশোধনসহ বিলুপ্ত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের পদবী পুনঃস্থাপন বা সংযোজন প্রসঙ্গে।

হর্টিকালচার উইং এর আওতাধীন নার্সারী সমূহ পূর্বে ৫ একর ও ১০ একর তদুর্ধ নিয়মে ক্যাটাগরী ভূক্ত ছিল, অর্থাৎ ৫ একর পর্যন্ত একজন ওভারশিয়ার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ), ১০ একর পর্যন্ত নার্সারী সুপার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ), ১০ এককের উর্ধে হলে সহকারী উদ্যান তত্ত্ববিদ (কৃষিবিদ) নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এখন কৃষিবিদ প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিমাতাসুলভ আচারণের কারণে নতুন **Revisit** এ শহর কেন্দ্রিক ২.৮০ শতাংশের জন্যে একজন উপপরিচালক (কৃষিবিদ) আবার উপজেলা পর্যায়ে ১৩ একর ও ১৬ একর পর্যায়ে নার্সারী সুপার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ) কর্মরত আছেন। যেখানে সুবিধা ভালো সেখানে জায়গা কম হলেও "এ" ক্যাটাগরী নার্সারী তৈরী করে সেখানে উপপরিচালক (কৃষিবিদ) এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বৈষম্য শুধুমাত্র কৃষিবিদ প্রশাসনের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বের ন্যায় বিভাজন পুনঃবহাল করতঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের স্বার্থ সংরক্ষনসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় ৫৩৪টি এল.আর পদগুলো পুনঃ সৃষ্টির জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১৩ঃ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, উৎপাদিত ফসল ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর অধীনে শত শত একর ফসলী জমি বিদ্যমান। উক্ত জমিতে সারা বছর ধান, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়নসহ সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষনের জন্য প্রত্যেক এটিআইতে একটি করে ফার্ম ম্যানেজার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ) পদ বিদ্যমান ছিল। নতুন রিভিজিট এর মাধ্যমে উক্ত পদটি বিলুপ্ত করায় এ সকল জমি জমার উৎপাদিত ফসল, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব নিকাশ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে না। এ জন্য উক্ত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোর সমুদয় সম্পদ সুরক্ষা এবং মাঠের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার স্বার্থে ফার্ম ম্যানেজার পদটি পুনঃবহাল/পুনঃসৃষ্টি করার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

সিদ্ধান্ত-১৪ঃ বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কৃষি ডিপ্লোমা প্রশিক্ষায়তনগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে ন্যস্ত করা প্রসঙ্গে।

(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি প্রশিক্ষায়তনে (এটিআই) চলমান কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম যুগপোযোগী ও মানসম্মত নয়। অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ন্যায় ছাত্র বৃত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীগণ কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী হচ্ছে না। বিষয়টির প্রতি সুবিবেচনা করতঃ ছাত্র/ছাত্রীদের যুগপোযোগী করিগরী জ্ঞান বৃদ্ধিসহ সরকারী সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রচলিত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সবিনয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

(খ) ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সকল সমস্যা সমাধান কল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হউক এবং উক্ত কমিটিতে ডিকেআইবির সভাপতি ও মহাসচিবকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য মাননীয় মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১৫ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক বাবু চৈতন্য কুমার দাস এর বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

(ক) বাবু চৈতন্য কুমার দাস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং এর পরিচালক থাকা কালে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজস্ব খাতভূক্ত অর্থ দ্বারা নিম্ন মানের সিঙ্গেল ক্রস ভূট্টা বীজ এবং নিম্ন মানের ধৈঞ্চা বীজ তার নিকট আত্মীয়দের মাধ্যমে কম মূল্যে ক্রয় করে প্রকল্পের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সকল জেলা উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাদেরকে সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গার একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি থেকে নিম্নমানের বীজ অধিক মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করেছেন এবং তিনি আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন। তাছাড়া বাবু চৈতন্য কুমার দাস একই কায়দায় সাতক্ষীরা থেকে কৃষকদের বীজ সংরক্ষণের জন্য নিম্নমানের ভাঙ্গা ও পুরাতন ড্রাম সরবরাহ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তার এই স্বেচ্ছাচারীতার কারণে সরকারের রাজস্বখাতের লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাট হয়েছে। এ বিষয়ে বার বার অভিযোগ করার পরও কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অত্র সভা থেকে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হলো এবং সাথে সাথে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে অবহিত করা হলো।

(খ) তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং এর পরিচালকের (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) ক্ষমতার অপব্যবহার করে কৃষকদেরকে বঞ্চিত করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তা করে লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাটের সুযোগ করে দিয়েছেন বলে অত্র সভা মনে করে। বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

(গ) সরেজমিন উইং এর সাবেক পরিচালক দুর্নীতিবাজ বাবু চৈতন্য কুমার দাস চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কিছুটা হলেও কলংকমুক্ত হয়েছে বলে অত্র সভা মনে করে। তার আত্মসাতকৃত সরকারী অর্থ উদ্ধারসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো এবং এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১৬ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, বিভাগ, সংস্থার প্রশাসনকে স্বচ্ছ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ করে পক্ষপাতহীন আচরণ, ন্যায় বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর, বিভাগ, সংস্থার প্রশাসনিক সকল পদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য অত্র সভায় পুনরায় জোর দাবি জানানো হলো। এ বিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১৭ঃ কতিপয় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ **Facebook** এ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ সংগঠনের নামে ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কটূক্তি ও অশালিন ভাষা ব্যবহার করে আসছেন। অত্র সভায় মোঃ মিন্টু খান, এসএএও, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, মিরপুর, ঢাকাসহ তাদেরকে শেষ বারের মত সর্তক করে দেওয়া হলো। এহেনও কার্যক্রমের সংঙ্গে পরবর্তীতে কেহ জড়িত হলে বা অংশ গ্রহণ করলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত-১৮ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বার্ষিক, কল্যাণ ও বকেয়া চাঁদা প্রদান প্রসঙ্গে।

(ক) ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সনের কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ষিক এবং কল্যাণ তহবিলের চাঁদা পরিশোধ করার জন্য ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের সকল সদস্যদেরকে অনুরোধ করা হলো।

(খ) যে সকল জেলা ২০১৬ সাল পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ করেছেন তাদেরকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অতিদ্রুত বকেয়া চাঁদাসহ ২০১৭ সালের চাঁদা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পরিশেষে সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দকে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বিভাগীয় ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ করে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উদাত্ত আহবান জানান এবং উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-এ.টি.এম আবুল কাশেম
সভাপতি
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ

স্মারকনং- ডিকেআইবি/৩৩৩(৬০০) তারিখঃ ১২/১১/২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০২. মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৩. মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৪. মাননীয় প্রতি মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৫. মাননীয় সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
০৬. মাননীয় মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৭. মাননীয় চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৮. মাননীয় সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. মাননীয় সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১০. মাননীয় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. মাননীয় মহা-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১২. মাননীয় মহাপরিচালক, বি,এ,আর,আই/বি,আর,আর,আই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৩. মাননীয় মহাপরিচালক, বি.জে.আর.আই.মানিক মিয়া এভিনিউ,ঢাকা/বিনা,ময়মনসিংহ/বি.এস.আর.আই.ঈশ্বরদী,পাবনা ।
১৪. মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. মাননীয় পরিচালক, ... ।
১৬. মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, ... ।
১৭. মাননীয় অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ... অঞ্চল।
১৮. মাননীয় অধ্যক্ষ, এটিআই, ... ।
১৯. মাননীয় চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ... ।
২০. মাননীয় জেলা প্রশাসক, ... ।
২১. মাননীয় উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ... জেলা।
২২. সভাপতি/মহাসচিব, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ।
২৩. সভাপতি/মহাসচিব, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এসোসিয়েশন।
২৪. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ... ।
২৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... ।
২৬. উপজেলা কৃষি অফিসার, ... ।
২৭. থানা সার্কেল কৃষি অফিসার, থানা সার্কেল কৃষি অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৮. মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, ... ।
২৯. সভাপতি/মহাসচিব, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ।
৩০. ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।
৩১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ... জেলা/ঢাকা মহানগর/সংস্থা শাখা।
৩২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ... উপজেলা শাখা, ... জেলা।
৩৩. জনাব .... ।

২২/১১/২০২৭

(আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাশেদ খান)
মহাসচিব
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৮১৯-৭২৪৭৫৭